

সমাস

- সমাস কাকে বলে?
- অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠন প্রক্রিয়াকে সমাস
- দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়।
- পদের বিভক্তি লোপ পায়
- বৈশিষ্ট্য
- অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া কে সমাস বলে। যেমন – দেশের সেবা= দেশসেবা
- পাশাপাশি দুই বা তার অধিক শব্দ থাকতে হবে।
- এসব শব্দের মধ্যে অর্থসঙ্গতি থাকতে হবে।
- নতুন শব্দ গঠন করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
- প্রয়োজনীয়তা
- অনেক নতুন শব্দ গঠন করা যায়।
- ভাষাকে সহজ-সরল, সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর করা যায়।
- অল্প কথায় ব্যাপক ভাব প্রকাশ করা যায়।
- সহজভাবে শব্দ উচ্চারণ করা যায়।
- বক্তব্যকে সুন্দর, শ্রুতিমধুর, সংক্ষিপ্ত, সহজ-সরল, অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করা যায়।
- বাক্যকে গতিশীল করা যায়।
- উপাদান (ব্যাক্য)
- বিলাতফেরত রাজকুমার সিংহাসনে বসলেন।
- এখানে বিলাতফেরত, রাজকুমার রাজকুমার ও সিংহাসন – তিনটিই সমাসবদ্ধ পদ।
- এগুলোর গঠন প্রক্রিয়া: বিলাত হতে ফেরত, রাজার কুমার, সিংহ চিহ্নিত আসন – এগুলো হলো ব্যাসবাক্য।
- এসব ব্যাসবাক্যে বিলাত, ফেরত, রাজা, কুমার, সিংহ, আসন হলো একেকটি সমস্যমান পদ।
- আর বিলাতফেরত, রাজকুমার, সিংহাসন সমস্ত পদ।
- বিলাত, রাজা ও সিংহ হলো পূর্বপদ আর ফেরত, কুমার ও আসন হলো পরপদ।
- প্রকারভেদ
- দ্বন্দ্ব
- দ্বিগু
- কর্মধারয়
- তৎপুরুষ
- বহুব্রীহি
- অব্যয়ীভাব

সমাস



• দ্বন্দ্ব সমাস

- যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: মা ও বাবা=মা-বাবা। দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়:
- মিলনার্থক শব্দযোগে: মা-বাপ, মাসি-পিসি, ইত্যাদি।
- বিরোধার্থক শব্দযোগে: দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।
- বিপরীতার্থক শব্দযোগে: আয়-ব্যয়, জমা-খরচ ইত্যাদি।

• দ্বিগু সমাস

- সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।
- দ্বিগু সমাসে সমাসনিপ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন: তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল।

• কর্মধারয় সমাস

- যেখানে বিশেষণ বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম।
- কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমন:
- দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমন: যে চালাক সেই চতুর=চালাক-চতুর।
- দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমন: যিনি জজ তিনিই সাহেব=জজ সাহেব।
- কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদের কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা।
- কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার। যথা-
- যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ=স্মৃতিসৌধ।
- সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: তুষারের ন্যায় শুভ্র=তুষারশুভ্র।
- সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: মুখ চন্দ্রের ন্যায়=চন্দ্রমুখ।
- উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: মন রূপ মাঝি=মনমাঝি।

• তৎপুরুষ সমাস

- পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: মন দিয়ে গড়া = মনগড়া। তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার:
- দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
- তৃতীয়া তৎপুরুষ
- চতুর্থী তৎপুরুষ
- পঞ্চমী তৎপুরুষ
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ
- সপ্তমী তৎপুরুষ
- নঞ্ তৎপুরুষ
- উপপদ তৎপুরুষ
- অলুক তৎপুরুষ
- দ্বিতীয়া তৎপুরুষ: পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: দুঃখকে প্রাপ্ত=দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন=বিপদাপন্ন।
- তৃতীয়া তৎপুরুষ: উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত।
- চতুর্থী তৎপুরুষ: পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা=আরামকেদারা।
- নঞ্ তৎপুরুষ : না বাচক নঞ্ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: ন আচার=অনাচার, ন কাতর=অকাতর।

• বহুব্রীহি সমাস

- যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো পদকে বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি।



- [illegible]